আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতাদের উদ্দেশ্যে একটি আবেদন

ষাঠের দশকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী শিবিরের মতাদর্শগত পার্থক্য প্রবল বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়। এ ঘটনা সাম্রাজ্যবাদীদের উৎফুল্ল ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনকে চরম ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। এ বিপদের সম্ভাবনার বিষয়ে দু-দশকেরও আগে থেকে কমরেড ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কীভাবে কমিউনিস্ট দলগুলির মধ্যেকার মতপার্থক্যকে নিরসন করা যায় সে সম্পর্কেও এখানে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে আদর্শগত ও সাংগঠনিক বহু প্রশ্নে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে, বিশেষতঃ সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। বিশেষভাবে বলতে গেলে প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ ঃ

গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে সমাজের শক্তি বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার তাৎপর্য কি? সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এবং একই সঙ্গে পুরানো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের থেকে পৃথক যে নয়া সাম্রাজ্যবাদ, সে সম্পর্কে সাম্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে? সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবে যুদ্ধের জন্ম দেয় — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লেনিন বর্ণিত এই নীতি বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেও কি এখনও বলবৎ আছে? বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আপেক্ষিক অর্থে দুর্বল হয়ে পড়া এবং তারই পাশাপাশি শান্তিকামী ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির ক্রমশঃ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার ঘটনার বৈপ্লবিক তাৎপর্য কি? সাম্রাজ্যবাদ যতদিন আজকের মত সামরিক শক্তি নিয়ে একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে অবস্থান করবে, ততদিন বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? আজকের দিনে শান্তি আন্দোলনের সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা এবং তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য কি? যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সাম্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে? শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি যা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিদেশনীতির মূল ভিত্তি, তা কি পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলিতে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সংগ্রামকে উৎসাহ দেওয়া ও তীব্রতর করা, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশগুলির জনগণকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা, এবং এমনকি, প্রয়োজন হলে এই সমস্ত সংগ্রামী নিপীড়িত জনগণের সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এগিয়ে আসার মহৎ দায়িত্বকে কি নস্যাৎ করে দেয়? সমাজতন্ত্রকে নিঃসন্দেহে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে পরাস্ত করতে হবে এবং পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু বিপ্লবের শক্তিগুলির সক্রিয় ও সংগঠিত প্রয়াস ছাড়াই শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের চেয়ে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার দ্বারাই আপন নিয়মে কী পুঁজিবাদের অবসান ঘটতে পারে? তা যদি না হয়, যদি পুঁজিবাদের অবসানের ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বহারা জনগণের ও অন্যান্য শোষিত মানুষের একটি বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দলের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ও উত্তরোত্তর নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবের সৈনিকে এবং আরও উন্নত স্তরে যৌথভাবে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন থাকে, শোষক শ্রেণী ও তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা, পুরোনো শোষণমূলক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা এবং নতুন ব্যবস্থা কায়েম করা, সংহত করা ও টিকিয়ে রাখা যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে দেশে দেশে শ্রমিক, চাষী ও অন্যান্য শোষিত জনগণ কর্তৃক বিপ্লবী সংগ্রামকে তীব্রতর করার কর্তব্যের বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে কি স্থাপন করা উচিৎ?

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে গুণগত ও পরিমানগত পরিবর্তন কি এতটাই ঘটেছে যে এখন সাধারণ নিয়ম হিসেবেই দেশে দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব? পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পার্লামেন্টারি পথ কি শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিভিন্ন রূপের একটি রূপ? যে পার্লামেন্ট বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই একটি অর্গান এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির রাজনৈতিক উপরিকাঠামো, তাকে কি সত্যিকারের 'জনগণেরর ইচ্ছার যন্ত্রে' রূপান্তরিত করা সম্ভব?

এশিয়া ও আফ্রিকায় সদ্য স্বাধীন বুর্জোয়া দেশগুলিতে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের ভূমিকাকে কমিউনিস্টরা কিভাবে মূল্যায়ণ করবে? এই সদ্য স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী বিপদের যে সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, এদের রাষ্ট্র কাঠামো ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে উত্তরোত্তর যে ফ্যাসিবাদী ও সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা এবং নানারূপে ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য যেভাবে দ্রুতগতিতে আত্মপ্রকাশ করছে, সেগুলির প্রতি কোনরকম ভ্রুক্ষেপ না করে, যেহেতু এই দেশগুলির যুদ্ধ বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাস্তবেই সহায়তা করছে, সেহেতু শুধু সেই দিকটিকেই গুরুত্ব দেওয়াটা কি সমীচিন হচ্ছে?

এইসব নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলিতে আধ সেঁকা রুটির মত অসম্পূর্ণভাবে সংঘটিত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাকে যদি যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক পরিণতি, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করায় পর্যবসিত না করা যায়, তাহলে এইসব নবজাগ্রত রাষ্ট্রগুলিই এশিয়া ও আফ্রিকায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিপ্লবী সংগ্রামগুলির সৃষ্টি ও বিকাশকে বলপূর্বক দমন করার ক্ষেত্রে কি কার্যত বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের প্রধান এজেন্টের ভূমিকা উত্তরোত্তর পালন করবে না? তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের বর্তমান যুগে সব ধরনের যুদ্ধ সম্পর্কে কমিউনিস্টরা তথাকথিত শান্তিবাদী (pacifists), যারা ন্যায়যুদ্ধ এবং অন্যায় যুদ্ধের পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেলেন, তাদের মত কি একই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারে, নাকি কমিউনিস্টদের অতি অবশ্যই সর্বাবস্থায় ন্যায় যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করতে হবে? এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সর্বপ্রকার অন্যায় যুদ্ধ, বিশেষ করে থার্মোনিউক্লিয়ার (পারমাণবিক) যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করাই সকল প্রগতিশীল শক্তির বিশেষ করে কমিউনিস্টদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর বাস্তবসম্মত পথ কি? তা কি রাষ্ট্র সংঘের মাধ্যমে নানা কূটনৈতিক প্রয়াস চালানো, শীর্ষ সম্মেলন করা এবং এই ধরনের নানা কর্মকাণ্ডের উপর মূলতঃ নির্ভর করেই কি সম্ভব, নাকি যতদিন সাম্রাজ্যবাদীরা সমস্ত থার্মোনিউক্লিয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে এবং সকল পারমাণবিক অস্ত্র সম্ভার ধ্বংস করতে সম্মত না হচ্ছে, ততদিন যুদ্ধ আটকাবার ও শান্তি বজায় রাখার বাস্তব উপায় পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চেয়ে সর্বদা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এগিয়ে থাকা, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লবী সংগ্রামের এবং উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির গতিবেগ তীব্রতর করা, সাম্রাজ্যবাদীদের পারমাণবিক যুদ্ধে ভয় দেখিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করার ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টার (nuclear blackmailing) স্বরূপ নিরন্তর উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া এবং এই সমস্ত কাজ একই সঙ্গে (combining all these) করার সাথে সাথে বিশ্ব শান্তি আন্দোলনকে তীব্রতর করা ও পাশাপাশি যুদ্ধ প্রতিরোধ এবং শান্তি রক্ষার লক্ষ্যে যাবতীয় সম্ভাব্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া ও কূটনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই তা প্রতিরোধ করা সম্ভব? পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে ও সকল পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করতে অস্বীকার করে সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমাগত যে থার্মোনিউক্লিয়ার বিশ্ব যুদ্ধের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, সেটাই কি বর্তমান সময়ের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে কমিউনিস্ট দলগুলো ও বিপ্লবী শক্তিগুলোর দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে? তাই যদি হয় তাহলে বিশ্ববিপ্লবের ভবিষ্যৎ কি? একদিকে পারমাণবিক যুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য এবং সকল পারমাণবিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ও সকল পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার যে দায়িত্ব এবং অন্যদিকে বিশ্ববিপ্লবের গতিবেগ ত্বরান্বিত করার যে দায়িত্ব — এই দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? এদের সম্পর্ক কি পরস্পরবিরোধী না একে অপরের পরিপূরক? এইসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সাধারণ লাইন কি হওয়া উচিৎ? সাধারণভাবে ব্যক্তিপূজাবাদ ও বিশেষ করে স্ট্যালিনের নামে পরিচালিত ব্যক্তিপূজাবাদ যা সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, তার উদ্ভব এবং তাকে লালন পালন করার মূল কারণ কি? সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি স্ট্যালিনের নাম পর্যন্ত মুছে ফেলার যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, ব্যক্তিপূজাবাদ উদ্ভব হওয়ার যে মূল কারণ তাকে মূলোৎপাটন করার যে মূল কর্তব্য, তার সঙ্গে এই কার্যক্রমগুলির আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি? স্ট্যালিন শুধুমাত্র সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নন, তিনি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা। তাই সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিই কি স্ট্যালিনের মূল্যায়ণ করার একমাত্র অধিকারী হতে পারে? নাকি স্ট্যালিনের মূল্যায়ণ একটি আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী ফোরামের দ্বারাই করা উচিৎ?

যে লেনিনীয় আচরণবিধি, প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের বাঁধন গড়ে দেয়, তার রূপটি কি? কোন একটি বিশেষ কমিউনিস্ট পার্টি তা সে যত বৃহৎ ও শক্তিশালী পার্টিই হোক না কেন, তার পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তকেই কি বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সাধারণ লাইনরূপে অপরাপর কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর উপর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া যায়? নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে কোন রকম পার্থক্য দেখা দিলেই কি তাকে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে বিচ্যুতি বলে চিহ্নিত করা যায়? কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ফোরামের সিদ্ধান্ত প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মেনে চলা বাধ্যতামূলক কি? একটি কমিউনিস্ট পার্টি অপর একটি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে একান্ত নিজস্ব পথ অনুসরণ করার অধিকার কতদূর পর্যন্ত পেতে পারে এবং এই ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষেত্রে ঐ কমিউনিস্ট পার্টির দায়দায়িত্বগুলি (obligations) কি? কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ফোরামের কোন সিদ্ধান্তের প্রতি সহমত জানানোর পর সেই সিদ্ধান্তের প্রশ্নে তাদের সংশোধিত মতামত পেশ করে আলাপ আলোচনার আগেই কোন কমিউনিস্ট পার্টি কি একতরফাভাবে এমন কোন কাজ করতে পারে, যা আন্তর্জাতিক ফোরামের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যায়? বর্তমানে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে সব আদর্শগত প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে, উপরোক্ত প্রশ্নগুলি নিঃসন্দেহে তার সব নয়। কিন্তু বর্তমান আদর্শগত সংগ্রামের তাৎপর্য ও পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এগুলি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক।

বিশ্বসাম্যবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে বর্তমানে যে সব প্রশ্নে আদর্শগত মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে, তার গুরুত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। আদর্শ ও নীতির এক বিশাল পরিধি এর সাথে জড়িত আছে। বর্তমান বিশ্বে জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারধারা কি হবে, মানুষের দ্বারা মানুষের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সমগ্র বিশ্বের শোষিত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল কি হবে — এসব বিষয়ও বর্তমান আদর্শগত প্রশ্নগুলির সাথে সম্পর্কিত হয়ে আছে। শোষিত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হলে আর দেরি না করে প্রশ্নগুলিকে ঠিকঠিকভাবে বিচার করার মধ্যে দিয়ে মতপার্থক্যগুলির সমাধান করা দরকার। যদিও আমরা বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার এই সব আদর্শগত মতপার্থক্য সমাধান করার জরুরী প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত এবং তার গুরুত্ব কোনভাবেই খাটো করে দেখাতে চাই না, তথাপি আমরা মনে করি যে এই সমস্যার সমাধান করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। বস্তুত তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম এবং একে অপরের বক্তব্যকে বুঝবার ও বোঝাবার জন্য কষ্টকর প্রয়াস, যার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট সময় ব্যতিরেকে আদর্শগত মতপার্থক্যের যথাযথ সমাধান সম্ভব নয়। তবে, সাম্যবাদী শিবিরে উদ্ভূত এইসব আদর্শগত মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রতি যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান আর একটি দিনের জন্যও অপেক্ষা করতে পারে না, কারণ এই তিক্ততা এত তীব্ররূপ নিয়েছে যে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিরগুলির পারস্পরিক সম্পর্কই নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা খুবই ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে। আদর্শগত মতপার্থক্য যাই হোক না কেন, কোন আদর্শনিষ্ঠ কমিউনিস্টই এমন আচরণ করতে পারে না যার দ্বারা কার্যত বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণী ও বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের ঐক্য বিনষ্ট হয়, যার দ্বারা বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংঘবদ্ধতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতি দুর্বল হয় এবং সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। শ্রমিকশ্রেণী ও বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের ঐক্য এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংঘবদ্ধতা, পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখা আজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রয়োজনের কাছে বাকি সকল বিষয়ই গৌণ। তাই এইভাবে ভাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি যে যেহেতু বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের মধ্যকার আদর্শগত মতপার্থক্য দূর করার কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত, তাই তাদের মধ্যে তিক্ততা, এমনকি শত্রুতা যা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যকেই বিপদাপন্ন করে তা অতি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে? আমরা মনে করি, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে গুরুতর আদর্শগত মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, আর এতটুকু দেরী না করে শ্রমিকশ্রেণী ও বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের ঐক্য, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে গ্যারান্টি করতেই হবে।

তাই যে সব মতাদর্শগত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিশ্বসাম্যবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে,

সেগুলি নিয়ে বর্তমান লেখায় আমরা আলোচনায় যাচ্ছি না। এইসব আদর্শগত বিষয়ে আমাদের অভিমত ইতিপূর্বে বহুবার আমরা জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ্যেই রেখেছি। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের বক্তব্য পুনরায় ব্যক্ত করব। কিন্তু মতাদর্শগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধে যে তিক্ততা সৃষ্টি হল, কি কি কারণের (factors) জন্য তা হতে পারল এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে কি কি পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত, এই বিষয়গুলির মধ্যেই আমরা বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

উপরোক্ত পরিচ্ছেদে আমাদের এই আশঙ্কার কথা আমরা বলেছি যে, বিভিন্ন কমিউনিস্ট পাটিগুলির মতপার্থক্যের বিষয়গুলি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন এবং তার সমাধান যতই জরুরী হোক না কেন, বর্তমানের আদর্শগত মতপার্থক্য গুলির অবসান এখনই সম্ভব হয়ে উঠবে না। আমাদের এই আশঙ্কার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই রয়েছে। প্রথমেই বলা দরকার এই ধরনের গুরুতর আদর্শগত মতপার্থকের বিষয়গুলি, যেমন বর্তমান মতপার্থক্যগুলি, এইগুলির সমাধানের জন্য লেনিনীয় আচরণবিধি কঠোরবভাবে মেনে চলা এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পরস্পরের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজন। কেননা, কেবলমাত্র এরই দ্বারাই একটা আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু দুঃখের কথা, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পারস্পরিক সেই সম্পর্কের অনুপস্থিতি খুবই প্রকট এবং তার ফলে উপযুক্ত পরিবেশও নেই। কিছু কমরডে আমাদের সাথে এ বিষয়ে একমত নাও হতে পারেন। তবুও আমরা মনে করি মতাদর্শগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে যে তিক্ততা দেখা দিয়েছে এবং যা সময়ের সাথে সাথে ক্রমেই বাড়ছে, তারজন্য কমিউনিস্টদের আদর্শগত চেতনার মানের নিম্নগামীতাই মূলত দায়ী এবং যার প্রভাব থেকে বর্তমান বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের কিছু নেতাও মুক্ত নন। এ যদি না হতো তাহলে যতক্ষণ তাঁরা বিশেষ বিশেষ প্রতিপক্ষকে ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টি বলে মনে করছেন, ততক্ষণ আদর্শগত মতপার্থক্য থেকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার কোন বাস্তবসম্মত কারণ থাকত না।

মতবাদিক সংগ্রাম পরিচলনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সংগঠনগত দিক থেকে এবং কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঐক্যকে সর্বদা যথার্থই সুদৃঢ় করা। কিন্তু, অপরের আদর্শগত ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে, অন্য পক্ষ দীর্ঘকাল ধরে যে সব নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও অশুদ্ধ দৃঢ়মূল ধারণা নিয়ে চলছে, সেগুলির সংশোধন ঘটিয়ে এবং তারপর তার ভিত্তিতে আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে এই ঐক্য অর্জন করা কখনই সহজসাধ্য নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রতিশ্রুত আর্থিক সহায়তা বন্ধ করা কিংবা বাণিজ্য সম্পর্ক বাতিল করা — এই ধরনের সাংগঠনিক পন্থা অবলম্বন করে যদি বিভিন্ন কমিউনিস্ট পাটিগুলির মধ্যেকার আদর্শগত মতপার্থক্যের সমাধান করার চেষ্টা করা হয়, তবে তা ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ প্রতিপক্ষকে ভীতিপ্রদর্শন বা পীড়ন করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার পদ্ধতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি সফলও হয়, তবে তার দ্বারা সৃষ্ট ঐক্যও হবে বড়জোর ওপর ওপর — আদর্শ, স্বতঃপ্রণোদিত ইচ্ছা ও কাজের ক্ষেত্রে ঐক্যের ওপর দাঁড়িয়ে যে সচেতন ও স্বেচ্ছামূলক ঐক্য অর্জন করাই আদর্শগত সংগ্রামের লক্ষ্য, সেই ঐক্য অর্জিত হবে না।

ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যেসব কমরেডরা চলছেন, তাদের সঠিক শিক্ষা ও যুক্তিপরামর্শের ভিত্তিতে বিশ্বাস অর্জনের (persuasion) মধ্য দিয়ে শুদ্ধমতে সম্মত করার কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, নানা ধরনের জটিল সংগ্রামের পথ ধরে এবং দীর্ঘ সময় ধরে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড হাতে কলমে করার শিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রকৃত ঐক্য অর্জন করা সম্ভব। শুদ্ধমতে অন্যকে সম্মত করানো বলতে এটাই বোঝায় যে, যে ব্যক্তির ভ্রান্ত আদর্শ ও নীতিকে সংশোধন করতে চাওয়া হচ্ছে, সেই ব্যক্তির মানসিক ধাঁচাকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝে এগোতে হবে। অপরের ভ্রান্ত ধ্যানধারণাকে দূর করার দায়িত্ব যিনি নেবেন, তাঁকে সে জন্য উপযুক্ত সময় বেছে নিতে জানতে হবে, ব্যক্তিগত ভাবাবেগ, পছন্দ অপছন্দ পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যদের সহানুভূতির সাথে শেখানো ও বোঝানোর এই কষ্টসাধ্য পথ এড়িয়ে গেলে এবং তাড়াহুড়ো করে, যেনতেন প্রকারে, এমনকি নীতি বিসর্জন দিয়েও বর্তমান মতাদর্শগত পার্থক্য নিরসন করার চেষ্টা হলে, তা পরিণামে হয় বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরে কার্যত ফাটল ঘটাবে, না হয় যেটা হবে তাকে আমরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বলতে পারি। অর্থাৎ আদর্শগত বিরোধের মূলে হাত না দিয়ে সেগুলি এড়িয়ে শুধুমাত্র নিজেদের

একটি আপাত ঐক্যবদ্ধ চেহারা বিশ্বের সামনে হাজির করার জন্য এদিক ওদিক করে যেকোন প্রকারে একটা পথ বের করে, তার ভিত্তিতে মতবিরোধে জোড়াতালি দিয়ে নিছক একটা আপস রফায় পৌঁছানো হবে। যেমন ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালের ঘোষণাপত্রে করা হয়েছিল। আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে এই ধরনের আপসের দ্বারা শুধু পরিস্থিতির আরও অবনতিই ঘটে। বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরের বর্তমান অবস্থা পরিস্থিতির এই অবনতিরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

একথা বর্তমানে সকলেই জানেন যে, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের সময় আদর্শ ও নীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু সমস্ত অমীমাংসিত আদর্শগত মতবিরোধ দূর করার জন্য একটা নীতিভিত্তিক মতবাদিক সংগ্রামের সূচনা না করে তার পরিবর্তে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা ১৯৫৭ সালে মস্কোয় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে মতাদর্শগত বিরোধের বিষয়গুলি এড়িয়ে গিয়ে সেগুলোকে ধামাচাপা দিলেন, যেনতেন ভাবে জোড়াতালি দিলেন এবং এমনকি নীতি বিসর্জন দিয়ে "১৯৫৭ সালের ঘোষণা পত্র" নামে একটি আপাত ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেটা বাস্তবে ঐক্যের আবরণে মৌলিক মতাদর্শগত প্রশ্নে প্রকৃতপক্ষে পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের একটি অদ্ভুত জগাখিচুড়ি দলিল। আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে এই ধরনের আপস কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে প্রকৃত ঐক্য আনতে পারেনি এবং তা পারার কথাও নয়। বরং ১৯৫৭ সালের ঘোষণাপত্র নতুন মতপার্থক্য সৃষ্টির জমি তৈরি করল। অথচ আবারও দেখা গেল, বিশ্বের ৮১টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিরা যখন ১৯৬০ সালে মস্কোয় এক বৈঠকে মিলিত হলেন, তখনও মতপার্থক্যের বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হল না এবং এ ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট লাইন বা অবস্থান গ্রহণ করা হল না। পূর্বের ১৯৫৭ সালের ঘোষণাপত্রের মতই ১৯৬০ সালের বিবৃতিতেও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনকে পরিচালনা করার সুনির্দিষ্ট কোন পথনির্দেশ উপস্থিত করা হল না এবং এই বিবৃতিতেও মৌলিকভাবে পৃথক দুটি লাইনকে জোড়াতালি দেওয়া হল। যার দ্বারা নিজ নিজ চিন্তা ও বিচার অনুযায়ী নিজস্ব লাইন প্রচার করার সুযোগ প্রত্যেকের জন্যই খোলা রাখা হল। আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে এই ধরনের জোড়াতালি ও নীতিহীন আপস সবসময়ই ভবিষ্যতে আরও উগ্র মতবিরোধের জমি তৈরি করে দেয়। ফলে, ঐক্যের সদিচ্ছা সত্ত্বেও ১৯৫৭ সালের তুলনায় মতপার্থক্যের পরিধি আরও বেড়েছে, পারস্পরিক সমালোচনার সুর আরও কঠোর হয়েছে, মেজাজ রুক্ষ হয়েছে — সবকিছু মিলে বিবদমান পার্টিগুলির মধ্যে খোলাখুলিভাবে উগ্র দ্বন্দ্ব বিবাদে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। মতাদর্শগত বিরোধের বিষয়গুলি যখন প্রথম ধরা পড়েছিল, তখন নীতিহীন আপসের দ্বারা জোড়াতালি না দিয়ে সূচনাতেই যদি সেগুলির সঠিক পদ্ধতিতে সমাধান করা হত, তাহলে আজ শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে আদর্শগত মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা থেকে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হত।

একথা অবশ্য ভুললে চলবে না যে, নীতিসংক্রান্ত আদর্শগত প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দিলে, সেখানে কোনও মধ্যপন্থা গ্রহণ বা আপস চলতে পারে না। সমস্যা মীমাংসা করার ভিত্তি হবে "হয় এই নীতি না হয় ঐ নীতি"। মধ্যপন্থা সবসময় গোটা বিষয়কে তালগোল পাকিয়ে দেয় এবং অবস্থার আরও অবনতি ঘটায়। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্য কয়েকটি পার্টি যেভাবে বলছে, সেই মতো যদি আজকের আদর্শগত মতপার্থক্যগুলিকে যেমন তেমন নীতিহীনভাবে জোড়াতালি দিয়ে বা অতীতের মত এদিক ওদিক করে যে কোন প্রকারে একটা পথ অবলম্বন করে চটজলদি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়, তবে তা বিষয়গুলিকে জটিলতর করবে ও আদর্শগত মতপার্থক্যের ভিত্তি টিকে থাকার ফলে ভবিষ্যতে তা আরও তীব্রতর রূপ নেবে। সুতরাং আদর্শগত মতপার্থক্যের প্রশ্নগুলি আপাতত আলাপ আলোচনার জন্য খোলা রাখা হোক এবং সঠিক পদ্ধতিতে আদর্শগত সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনীয় আচরণবিধি ও রীতিনীতি মেনে নিজেদের মধ্যে মতবাদিক বিতর্কমূলক আলোচনায়, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও সম্মেলনের মাধ্যমে মতবিনিময় করুক এবং এভাবে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে আদর্শ, নীতি, সংগঠন ও হাতে কলমে কাজের ক্ষেত্রে প্রকৃত ঐক্যে পৌঁছতে প্রত্যেকে একে অপরকে সাহায্য করুক।

কিছু কমরেড যুক্তি করেন যে মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই ধরনের তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দুঃখিত আমরা তাঁদের সাথে একমত হতে পারছি না। কারণ এই বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে নীতি আদর্শগত সংগ্রাম

পরিচলানায় বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিকে পরিচালিত করে এবং যে কমিউনিস্ট আচরণবিধি বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ককে চালিত করে, সে সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির অভাব রয়েছে। তাঁদের বক্তব্য কার্যত অদৃষ্টবাদের কাছে আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। তাছাড়া, আদর্শগত মতপার্থক্য বলতেই যদি পার্টিগত ও রাষ্ট্রগত তিক্ত সম্পর্ক বোঝায়, যা নাকি এইসব কমরেডদের যুক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে, তাহলে তো বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে সংগ্রাম ও চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাত বলেই কিছু থাকতে পারবে না। আর, বিশ্বসাম্যবাদী শিবিরের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংগ্রাম ও চিন্তাগত দ্বন্দ্ব-সমন্বয় অনুপস্থিত হয়ে গেলে, তা তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে অবধারিতভাবে আনুষ্ঠানিক যান্ত্রিক সম্পর্কের জন্ম দেবে, এবং তার ফলে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে যৌথ নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাবার ও সংগঠনের অভ্যন্তরে তাকে ক্রিয়াশীল রাখার জন্য ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য'র যে অপরিহার্য দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া, তা সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরে মতাদর্শগত পার্থক্যের ঘটনা নতুন কিছু নয়। আর ভবিষ্যতে তা আবার দেখা দেওয়ার সম্ভবনা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য অতীতেও ঘটেছে এবং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভবিষ্যতে এমনকী বর্তমান মতপার্থক্যের প্রশ্নগুলির সঠিকভাবে মীমাংসা হওয়ার পরও আবার নতুন নতুন মতপার্থক্য দেখা দেবে। ইতিহাসের বর্তমান যুগে যখন রাষ্ট্রের জাতীয় রূপ এখনও টিকে আছে, যখন বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়েই চলছে, তখন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুকে বিচার-বিবেচনা করার প্রশ্নে এদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ এ কারণেই যে, নিজ নিজ জাতীয় ক্ষেত্রে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে এদের অভিজ্ঞতাও ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে। এই ধরনের মতপার্থক্য দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং তা নিয়ে কমিউনিস্টদের বিচলিত হওয়ারও কারণ নেই। যে কোন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যেও এমনকি আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। এই মতপার্থক্য নিরসন করা এবং আদর্শগত, রাজনীতি ও সংগঠনগতভাবে এবং কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টির ঐক্যকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম অন্যকে শুদ্ধ ধারণায় সম্মত (persuasion) করানোর নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, ততক্ষণ এই মতপার্থক্যের ঘটনায় কোনও ক্ষতি নেই। যতক্ষণ না এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে যে আদর্শগত প্রশ্নের মীমাংসা আর সম্ভব নয়, ততক্ষণ পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের দ্বারা পার্টির ঐক্য ও শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। যদি দেখা যায় যে, কোনও আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম পার্টির আভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যকেই তীব্র করছে, অনৈক্য বাড়ছে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে (অবশ্য যদি এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করা হয়ে গিয়ে থাকে যে, আদর্শগত ঐক্য আর সম্ভব নয়), তাহলে, বুঝে নিতে হবে যে, এই সংগ্রাম নীতিহীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে, অথবা এই ধরনের আদর্শগত সংগ্রামে কমিউনিস্টদের যে নীতির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, তার উপলব্ধির ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে, অথবা কমিউনিস্ট নৈতিকতা সম্পর্কে যথার্থ চেতনার গুরুতর অভাব রয়েছে। একটি কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে যেসব নীতি অনুসরণের কথা এখানে বলা হল, বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির পারস্পরিক আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তা পুরোপুরি প্রযোজ্য। বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম যদি নীতিভিত্তিকভাবে পরিচালিত হয় — এই সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এবং এই সংগ্রাম পরিচালনার নীতির প্রতি যদি ঠিক ঠিক ভাবে খেয়াল রাখা হয়, তাহলে এই সংগ্রামের দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ নেই এইজন্যই যে তিক্ত সম্পর্ক শ্রমিক শ্রেণীকে দুর্বল করে দেয়, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষতি ঘটায়, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতিকে (solidarity) দুর্বল করে এবং সকলের সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পথে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, বর্তমানের আদর্শগত মতপার্থক্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে যার ফলে দুর্বল হচ্ছে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন এবং উল্লসিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা ও যুদ্ধবাজরা।

বর্তমান আদর্শগত মতপার্থক্য কেন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে এত তিক্ততার সৃষ্টি করল, এবং এমনকী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করল? আদর্শগত মতপার্থক্য নিরসন করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এই সংগ্রাম কেন শ্রমিক শ্রেণীর ও বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের ঐক্যকে

ক্ষতিগ্রস্ত করল? কেন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতিতে (solidarity) আঘাত করল? কেন মতবাদিক পার্থক্যের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, তাদের সকলের সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, একাধিক ঘটনায়, ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে পারল না? কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক মঞ্চ কে এইসব প্রশ্নের জবাবঅবিলম্বে খুঁজে বের করা বা সেজন্য প্রয়োজন হলে, মঞ্চে র পক্ষ থেকে গোটা বিষয়টার মূলে গিয়ে যত্নের সাথে এটাও নির্দিষ্টভাবে অনুসন্ধান করা উচিত যে, কোন্ সেই ব্যক্তি বা কোন্ সেই দল যে প্রথম বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে এই ধারা শুরু করেছিল এবং তিক্ততার ও অনৈক্যের বীজ বপন করেছিল।

বর্তমানে মতবাদিক সংগ্রামে লিপ্ত বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার জন্য যেসব কারণগুলিকে (factors) আমরা দায়ী বলে মনে করি, নির্দিষ্টভাবে সেগুলি আমরা চিহ্নিত করতে চাই। কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, যে সব কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমানে মতবাদিক সংগ্রাম পরিচালনা করছে, যদিও তারা বার বার বলেছে যে, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের ঐক্য ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতি রক্ষা করাই তাদের কাছে চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অন্য সব বিষয় গৌণ, তবুও সেইসব কমিউনিস্ট পার্টির কিছু নেতা আদৌ তার তাৎপর্য যথার্থ উপলব্ধি করেছে কিনা, তাতে সন্দেহ আছে। কারণ, বর্তমান অবস্থায় বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের ঐক্য ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতি বজায় রাখার গুরুত্ব ও তাৎপর্য যিনি যথার্থই উপলব্ধি করেন, তিনি কখনই, বর্তমান আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতারা যেমনটা করছেন তেমন আচার আচরণ করতে পারেন না যার দ্বারা, নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য যাই থাকুক, সাম্যবাদী আন্দোলনের ঐক্য বিপর্যস্ত হয়, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতি দুর্বল হয়।

দ্বিতীয়ত, ঐক্য ও সংগ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব হচ্ছে অপর একটি কারণ, যা বর্তমান তিক্ততা সৃষ্টির জন্য দায়ী। কিছু কমরেড ঐক্যকে যান্ত্রিকভাবে বোঝেন। তাঁদের ঐক্য সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে চিন্তাগত সংগ্রামের কোনও স্থান নেই। তাঁদের কাছে ঐক্য মানেই সংগ্রামহীন ঐক্য। তাই যথার্থ আদর্শগত মতবাদিক পার্থক্যকে ভিত্তি করে সমালোচনাকে তাঁরা আক্রমণ বলে অভিহিত করেন। এবং ঠিক এই ধারণার জন্যই এখন সমালোচনা কার্যত আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের রূপ নিয়েছে। একইভাবে এই কমরেডদের কাছে সংগ্রাম মানে হল বাঁধনহীন অবিরাম সংগ্রাম যেখানে ঐক্যের কোনও স্থান নেই। এর ফলেই আদর্শ ও সাংগঠনিক নীতির প্রশ্নে এবং নেতৃত্বকারী ব্যক্তিদের আচরণের প্রশ্নে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রাম আজ কার্যতঃ যেন শত্রুতে শত্রুতে লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। এর থেকে একথা পরিষ্কার যে এই আদর্শগত সংগ্রামের মূলে যে দ্বন্দ্ব কাজ করছে, তার প্রকৃতি সম্পর্কে কোন ধারণাই এদের নেই। তাই যে পদ্ধতিতে এই সংগ্রাম পরিচালনা করা হচ্ছে তা আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে এবং কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরের আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে সুদৃঢ় করছে না — যা হওয়া উচিৎ ছিল। বরং পার্থক্যকেই আরও বাড়াচ্ছে, তিক্ততা ও শত্রুতার মনোভাবকেই তীব্রতর করছে এবং বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির পারস্পরিক ঐক্যে উদ্ভূত ফাটলকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। একথা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে — সংগ্রাম ও ঐক্য একই সঙ্গে অবস্থান করে অর্থাৎ ঐক্যের মধ্যে সংগ্রাম থাকে এবং সংগ্রামও গড়ে ওঠে ঐক্যের জন্যই। কমিউনিস্ট ঐক্য মানেই সংগ্রাম ও চিন্তার দ্বন্দ্ব-সমন্বয় আছে। এ পথেই কমিউনিস্ট ঐক্য অর্জিত হয়, রক্ষিত ও সুদৃঢ় হয়। কমিউনিস্টরা নিজেদের মধ্যে মতবাদিক সংগ্রাম করে কেবলমাত্র ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষে। সংগ্রাম ও ঐক্য এর কোন একটাকে বাদ দিয়ে সত্যিকারের কমিউনিস্ট ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে যাওয়া দরকার যে, বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রচলিত ধারণা হল যে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে যে কোনরকম পার্থক্য, এমনকি তা যদি আদর্শ ও নীতির প্রশ্নেও হয়, তার মীমাংসা নেতাদের রুদ্ধদ্বার গোপন বৈঠকেই করে নিতে হবে। এই ধারনার অনুশীলন সংগ্রাম ও ঐক্য সম্পর্কে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ও বিকাশে কম সাহায্য করেনি। আদর্শগত সংগ্রামের উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষিত করা। সেই শিক্ষাতো কেবলমাত্র নেতাদের জন্য নয়, তা কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মী, শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের জন্যও। আদর্শগত মতপার্থক্যের বিষয় যদি কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উচ্চতম নেতাদের রুদ্ধদ্বার গোপন বৈঠকে আলোচিত হয়, তাহলে সাধারণ সদস্য, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে আদর্শগত সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ করা থেকে ও তার দ্বারা নিজেদের শিক্ষিত করা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাছাড়া, এভাবে গোপন

সভা করার মধ্যে এক ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপের গন্ধ থাকে, যা কমিউনিস্টদের ভাবাদর্শও নয়, কমিউনিজমের শিক্ষাও নয়। অন্যদিকে মতবাদিক আলোচনা প্রকাশ্যে হলে তা আদর্শগত মতভেদগুলিকে উদঘাটিত করে ও সেগুলিকে সমাধান করতেই সাহায্য করে। আবার, প্রকাশ্য মতবাদিক আলোচনা ও প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার জনমানসে মিথ্যা আশঙ্কা ও সংশয়ের সুযোগ এবং প্রতিপক্ষের মতামত বিকৃত করা এবং ক্রমাগত নিজের বক্তব্য থেকে সরে আসার সম্ভাবনা ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনে। রুদ্ধদ্বার গোপন সভা এই সম্ভাব্য বিপদ সৃষ্টি করে। কারণ, প্রকাশ্য মতবাদিক আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পার্টিগুলির নিজ নিজ বক্তব্য শুধুমাত্র ঐসব পার্টির নেতাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, গোটা বিশ্বেই তা প্রচার পায়। তখন কোনও একটি পার্টির পক্ষে প্রতিপক্ষের অভিমতকে বিকৃত করা অথবা নিজের বক্তব্য চুপিসারে পাল্টে ফেলা খুবই অসুবিধাজনক হয় এবং যদি কেউ এমন কাজ করেও, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে বিকৃত করে অথবা প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার না করেই কেউ নিজের সুবিধামতো বক্তব্য পাল্টে ফেলে, তাহলে অন্যরা সহজেই সেটা ধরে ফেলতে পারে। আবার, আলোচনা যেহেতু প্রকাশ্যে হচ্ছে, সেজন্য পার্টিগুলির সাধারণ সদস্যরা, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ আদর্শগত সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে, বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কার বক্তব্য ঠিক, কারটা ভুল, তা বিচার করার সুযোগ তারা পায়, এর মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে পারে এবং এমনকী ভুল সংশোধন করে নেওয়ার জন্য নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টিও করতে পারে। আদর্শগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে মতবাদিক সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী পার্টিগুলিও প্রকাশ্য আলোচনার মধ্য দিয়ে শ্রেণী ও জনগণের কাছ থেকে শিখবার সুযোগ পায়। আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে মতভেদ নিয়ে প্রকাশ্য মতবাদিক আলোচনা যদি নীতিসম্মতভাবে পরিচালিত হয়, তবে তা পার্টি-উগ্রতা ও নেতাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে। সুতরাং বর্তমান আদর্শগত মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতির জন্য সাধারণভাবে খোলাখুলি মতবাদিক আলোচনাকে দায়ী করা যায় না। যেসব কমরেডরা এই ধরনের অভিযোগ তুলেছেন, তাঁরা ভুল করছেন।

তৃতীয়ত, "নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি" বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে; বিশেষ করে নেতৃত্বকারী পার্টির ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক উপলব্ধিবর্জিত ধারণাই এর একটি কারণ। নেতৃত্বকারী পার্টি ধারণার মধ্যে আপত্তিকর কিছু নেই, যদি না এর দ্বারা একথা বোঝানো হয় যে, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতিটি প্রশ্ন বা সমস্যাতেই একটি বিশেষ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকারী অবস্থানটা অপরিবর্তনীয় চিরস্থায়ী থাকবে। তাই ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায়ে কোন একটি বিশেষ কমিউনিস্ট পার্টিকে নেতৃত্বকারী পার্টি রূপে মেনে নেওয়া বলতে কোনভাবেই সেই পার্টির প্রতি অন্ধ আনুগত্য বোঝায় না এবং সেই পার্টির সমস্ত বক্তব্য সঠিক ভেবে অন্ধভাবে গ্রহণ করা বোঝায় না। পক্ষান্তরে, এই ধারনার মধ্যে নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্র করে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং ভাবের আদানপ্রদানের ধারণা নিহিত রয়েছে, আর একমাত্র এর মধ্যে দিয়েই যৌথ নেতৃত্বের বিকাশ এবং তাকে সক্রিয় রাখার দিক থেকে অপরিহার্য যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া তা সুরক্ষিত করা সম্ভব। নেতৃত্বকারী পার্টিটি ছাড়াও কোন একটি ছোট পার্টিও বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সাধারণ লাইনই হোক, অথবা বিশেষ কোনও প্রশ্নেই হোক, সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতেই পারে, এবং যৌথ নেতৃত্বের সঠিক অভিব্যক্তি হিসাবে সেই ব্যাখ্যাকেই অন্যান্য সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির মেনে নেওয়া উচিত। বাস্তবে এটা ঘটলে তা নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির ধারণার বিরুদ্ধে যায় না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অথবা কোন বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে অন্য কোনও পার্টি সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করলে, তার দ্বারা একথাও বোঝাবে না যে, নেতৃত্বকারী পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকা আর রইল না; এবং যে পার্টিটি সঠিক বক্তব্য উপস্থিত করল, সে-ই নেতৃত্বকারী পার্টিতে পরিণত হয়ে গেল। কারণ কোনও পার্টি নেতৃত্বকারী পার্টি হিসাবে বিবেচিত হবে কি না, তা আরও বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতার অধিকারী হিসেবে এবং বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি আজকে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।

কিন্তু একথার অর্থ এটা দাঁড়ায় না যে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সকল সমস্যায় সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিই সকল সিদ্ধান্ত নেবে এবং অন্য সকল পার্টিকে সেই সিদ্ধান্তে অন্ধভাবে সমর্থন দিতে হবে। দুঃখের

বিষয়, বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা চর্চা হচ্ছে তা হল নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলস্বরূপ, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির যে কোনও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভিন্নমত সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে বিচ্যুতি হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অন্যথায়, কোন্ যুক্তিতে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি, স্পষ্ট ভাষায় না হলেও, আচরণের মধ্য দিয়ে এমন দাবি করতে পারল যে, তাদের বিংশতিতম ও দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি অন্য সকল ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টি মেনে নিতে বাধ্য; অথবা উপরোক্ত কংগ্রেসগুলির কিছু সিদ্ধান্তের সাথে আলবানিয়ান পার্টি অফ লেবার একমত না হওয়ায় তাদেরকে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েট বিরোধিতা ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার বিরোধিতার দায়ে অপরাধী করল কি করে? যারা আনুষ্ঠানিকতায় (formalism) ভোগে এবং বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জটিল দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি যাদের নেই একমাত্র তারাই ভাবতে পারে যে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির যেকোন সিদ্ধান্তের সাথে ভিন্নমত হলেই তার দ্বারা সোভিয়েটের প্রতি বিরুদ্ধতা প্রকাশ পায় ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদকে পরিহার করা হয়। এধরনের ব্যক্তিরা যেকোন দ্বন্দ্বকেই বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব বলে ভুল করেন এবং একথাও ভুলে যান যে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে যৌথ নেতৃত্ব একমাত্র তখনই গড়ে উঠতে ও কাজ করতে পারে যখন বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় চিন্তার ঘাত প্রতিঘাত ও আদান-প্রদান বজায় থাকে। চিন্তার এই দ্বান্দ্বিক সংগ্রামকে পরিহার করার দ্বারা যৌথ নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারেনা। বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির পারস্পরিক ঐক্যের ভিত্তি নিময়মাফিক (ফর্মাল) ও যান্ত্রিক নয়, পক্ষান্তরে জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি এবং বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লব সফল করা ও বিশ্ব সাম্যবাদী সমাজ গঠন করার অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সুদৃঢ় বন্ধনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য এই দ্বান্দ্বিক নীতির দ্বারাই কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ঐক্য পরিচালিত হয়। আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পার্টি ছোট কি বড় যাই হোক না কেন, সকল পার্টির অবস্থান ও অধিকার একইরকম। এক্ষেত্রে কেউ কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠতর (superior) বা নিম্নমান সম্পন্ন (inferior) নয়। এই অবস্থায় যে কোন কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলিকে মেনে নেওয়ার প্রশ্নে বড় পার্টির কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং ছোট পার্টির কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত একই মর্যাদা পাবে।

অতএব, যত বড় ক্ষমতাসম্পন্নই হোক না কেন, কোনও একটি বিশেষ কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের জেনারেল লাইন যা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ফোরামের দ্বারা গৃহীত তার স্থান দখল করতে পারে না এবং অপর সকল কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সেই সিদ্ধান্ত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাপিয়েও দেওয়া চলে না। এবং কোন পার্টি, হতে পারে সে খুব ছোট পার্টি, যদি বড় পার্টির কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলেই তাকে সেই কারণে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার শিবির পরিত্যাগকারী (deserter) বলি চিহ্নিত করা চলে না। একইভাবে কোন কমিউনিস্ট পার্টি, যদি এমনকী সে নেতৃত্বকারী পার্টিও হয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ফোরামের কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার মতপার্থক্যের বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক ফোরামের কাছে পেশ করছে ও সেই ফোরামে সেগুলি আলোচিত হচ্ছে। সকল কমিউনিস্ট পার্টির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমান অধিকারের মর্যাদাকে বাস্তবে অনুশীলনের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিতে রাজি না হলে, নিজের সিদ্ধান্ত অন্যান্য পার্টির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে, এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ফোরামের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হওয়ার পর নিজের অভিমত পাল্টালে, সেই সংশোধিত অভিমত আন্তর্জাতিক ফোরামে পেশ করা ও আলোচনা ছাড়াই পূর্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করলে তার দ্বারা বাস্তবে অন্যদের চেয়ে নিজেকে কিছুটা উপরে স্থাপন করা হয়। এই ধরনের মনোভাবের মধ্যে বৃহৎ পার্টি সুলভ দাম্ভিকতা রয়েছে। বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে হলে এই ধরনের মনোভাব ও আচরণ যে কোন মূল্যে এখনই বন্ধ করতে হবে।

চতুর্থত, মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি স্বীকৃত নীতি হচ্ছে, প্রতিটি সদস্যের অধিকার রয়েছে অপর যেকোন সদস্যকে নিজ বক্তব্য বলার ও নিজ বক্তব্য যে সঠিক, তা অপরকে বুঝিয়ে গ্রহণ করানোর জন্য চেষ্টা করার। বস্তুত, এই অধিকার না দিলে অথবা কার্যক্ষেত্রে এই অধিকার প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা হলে, মতাদর্শগত সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, সেক্ষেত্রে অপরের ভ্রান্ত মতাদর্শ ও নীতিকে, সঠিক শিক্ষার ভিত্তিতে ও আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে সংশোধন করার অথবা নিজের ভ্রান্ত অভিমত

অপরের দ্বারা সংশোধিত করে নেওয়ার সুযোগ থেকেই একজনকে বঞ্চি ত করা হয়। অথচ, এই সুযোগ সৃষ্টি করাটাই প্রতিটি মতাদর্শগত সংগ্রামের লক্ষ্য। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছে, সেখানে কিছু নেতা এই অধিকার নিজেরা ভোগ করলেও, বিরুদ্ধ পক্ষকে তা দিতে রাজি নয়। না হলে, একটি পার্টি যখন তার নিজস্ব বক্তব্য যে সঠিক, পুস্তক ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে অপর একটি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ কর্মীদেরকে বোঝাতে যাচ্ছে, তখন সেই একই প্রচেষ্টাকে কমিউনিস্ট ঐক্যে ভাঙন ধরাবার ও একটি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সামিল বলে নিন্দা করা হচ্ছে কি করে? বিশেষ করে যখন সেইসব নেতারা, যাঁরা এই প্রচেষ্টাগুলিকে নাশকতা ও হস্তক্ষেপ বলে নিন্দা করছেন, তাঁরা নিজেরাই যখন নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সাধারণ কর্মীদেরকে প্রভাবিত করার জন্য সবরকম উপায়ে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাচ্ছেন শুধু তাই নয়, এই সব নেতারা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির বিভিন্ন ইউনিটের কম্পোজিশন পরিবর্তন করার জন্য ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির উপর অন্যায় চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে বাস্তবেই তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন?

একটি পার্টি, যে নিজের মতাদর্শগত অবস্থানের সঠিকতা সম্পর্কে সচেতন এবং কোন ভুল করলে তা স্বীকার করতে এবং তা সংশোধন করতে ভয় পায়না, সেই পার্টি প্রতিপক্ষের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে নিজের দলের কর্মীদের অবহিত হওয়ার প্রশ্নে ভীত হয় না এবং কোন ভাবেই বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু যে পার্টি ভুল করলে প্রকাশ্যে তা স্বীকার ও সংশোধন করতে রাজী নয় এবং যে পার্টি আদর্শগতভাবে দুর্বল, মতাদর্শগত বিতর্কে যার অবস্থান সঠিক জায়গায় নেই, সেই পাটিই লুকোছাপার নীতি পছন্দ করে এবং পাছে পার্টির সাধারণ কর্মীরা নেতৃত্বের দুর্বলতা জেনে ফেলে সেই ভয়ে পার্টির কর্মীদের মধ্যে প্রতিপক্ষের বক্তব্য প্রচারে আপত্তি তোলে। একটি কমিউনিস্ট পার্টি যদি পুস্তক বা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে অপর একটি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের মধ্যে আদর্শগত প্রচার চালায়, তবে সেটাকে কখনই এক পার্টির দ্বারা অপর পার্টির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বোঝায় না। কারণ এই দুটি বিষয় মূলগতভাবেই সম্পূর্ণ পৃথক।

এ কথা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে চিন্তার সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব সমন্বয়ই হচ্ছে বিশ্বসাম্যবাদী শিবিরের ঐক্যের ভিত্তি। কোনও কমিউনিস্ট পার্টি যদি তাদের পুস্তক ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে অন্যান্য পার্টির সাধারণ কর্মীদের মধ্যে মতাদর্শগত প্রচার চালায়, তা মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাবার ও চিন্তার দ্বন্দ্ব সমন্বয়ে সাহায্য করার বহুরকম পদ্ধ তির মধ্যে একটা পদ্ধ তি মাত্র। কোনও পার্টি যদি তার নিজের দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে প্রতিপক্ষ পার্টিকে তাদের মতাদর্শ সরাসরি প্রচারের অধিকার দিতে অস্বীকার করে এবং যে কোন অজুহাতে — তা সে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমণ করার কিংবা মতপার্থক্যের দ্রুত নিষ্পত্তি করার অথবা অন্যকোন দোহাই দিয়ে হোক অপরের মতামত প্রচারে বাধা দেয়, তবে তা হল আলোচনার কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা। আদর্শ, নীতি ও জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রতিটি প্রশ্নে আলাপ আলোচনার কণ্ঠরোধ করা, তা বিরুদ্ধ মতের প্রচারকে সরাসরি নিষিদ্ধ করার দ্বারাই হোক অথবা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের বইপত্র পুড়িয়ে দিয়ে কিংবা তাদের বিশ্রীভাবে তাড়া করে বেড়িয়েই হোক (witch hunt) এবং এরকম আরও বহু উপায়ে — যেমনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে ফ্যাসিস্টরা করেছিল বা এখনও বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে করা হচ্ছে — এইভাবে কণ্ঠরোধ করার অর্থ হচ্ছে নিজেদেরকে ভুলের উর্দ্ধে স্থাপন করা। এর থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আলোচনায় যে সব ব্যক্তি বা দল বাধা দিচ্ছে, তাদের মতাদর্শগত অবস্থান দুর্বল, অর্থাৎ বিরুদ্ধ পক্ষের মতাদর্শগত সমালোচনার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তারা অসহায়। যখন মতাদর্শগত পার্থক্য সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করার পদ্ধ তি হিসাবে প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হচ্ছে নিজস্ব উদ্যোগে দলের কর্মীদের মধ্যে বিরুদ্ধ পক্ষের আদর্শগত মতামত প্রচারের ব্যবস্থা করে দেওয়া, কর্মীদের মধ্যে আলোচনার সূচনা ঘটানো, তাদের আলোচনা করতে উৎসাহিত করা, সেখানে উল্টে বিরুদ্ধ পক্ষকে মতামত প্রচারে বাধা দেওয়া, বিশেষ করে ঠিক যখন বিরুদ্ধ পক্ষ তার বক্তব্য প্রচারের চেষ্টা করছে, তখন তা আটকে দিতে ব্যগ্র হয়ে পড়া আরও বেশী আপত্তিকর। এভাবে আলোচনার কণ্ঠরোধ করা সাম্যবাদী আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। সাম্যবাদী আদর্শ তো বটেই, এমনকি পুঁজিবাদের বিকাশের প্রথম পর্যায়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদী আদর্শ চিন্তার মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষেই বক্তব্য রেখেছিল।

যদি এমন হয় যে একজন ছাড়া সমস্ত মানবজাতি একটি বিশেষ মত পোষণ করছে এবং কেবলমাত্র একজনই সেই মতের বিরুদ্ধাচারণ করছে, সেই ক্ষেত্রে মানবজাতির সেই একজনের কণ্ঠ রোধ করার অধিকার

— সেই ব্যক্তি কর্তৃক, যদি তার সেই ক্ষমতা থাকে, তবে মানবজাতির কণ্ঠ রোধ করার অধিকারের থেকে এতটুকুও বেশি হবেনা। বুর্জোয়া মানবতাবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর বিখ্যাত রচনা 'অন লিবার্টি'তে একথা বলেছিলেন। কিন্তু সর্বহারা গণতন্ত্রের ধারণা গণতন্ত্রের প্রকৃত ও আরও ব্যাপক রূপটি সুনিশ্চিত করেছে, যা স্টুয়ার্ট মিলের পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব হয়নি। কোন একজন ব্যক্তি, একটি কমিটি বা দল যাই হোক, তাকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করার যেকোন রকম চিন্তাকেই সাম্যবাদী আদর্শ ভ্রান্ত বিবেচনা করে বুর্জোয়া মানবতাবাদী আদর্শের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। প্রতিপক্ষের বক্তব্য আপন দলের কর্মীদের মধ্যে প্রচারে বাধা দেওয়ার চেয়েও, কমিউনিস্ট নৈতিকতার মানদণ্ডে, একটি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে হাজারগুণ বেশি গর্হিত কাজ হচ্ছে, প্রতিপক্ষের আদর্শগত বক্তব্যের তথাকথিত একটি সারাংশ তৈরি করে তা নিজের দলের কর্মীদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা, যেটা সারাংশের নামে বাস্তবে নিজের মতো করে অপরের বক্তব্যের চরম বিকৃত ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই পটভূমিতে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজেদের দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে যে বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য প্রচারে সম্ভাব্য সকল উপায়েই বাধ্য দিচ্ছেন তা কি সমীচীন? বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আদর্শগত মতপার্থক্য সংক্রান্ত প্রশ্নে দলের সাধারণ সদস্যদের আলোচনা স্তব্ধ করা কি মতপার্থক্যগুলির সঠিক সমাধান ও কমিউনিস্ট ঐক্য শাক্তিশালী করার পক্ষে অনুকূল? বিভিন্ন পার্টির পরস্পরের মধ্যে যখন মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছে এবং একথা যখন স্বীকৃত যে, এই সংগ্রামে বিরুদ্ধ পক্ষের সমর্থকদের নিজের পক্ষে আদর্শগতভাবে জয় করে আনার সমান অধিকার প্রতিটি পার্টিরই আছে, তখন কোন প্রতিপক্ষ যদি তাদের কাছে অন্যদেশের নেতাদের দ্বারা প্রেরিত কিছু ছাত্র ও প্রযুক্তিবিদকে আদর্শগতভাবে সপক্ষে টেনে নিতে পেরে থাকে, তবে তাকে অ-বন্ধুত্বসুলভ আচরণ বলে অভিযুক্ত করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে কি? সর্বশেষ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কোনও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা যদি বিরুদ্ধ পক্ষের ব্যাখ্যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মতাদর্শগত ব্যাখ্যাকে কাটছাঁট করে নিজের দলের কর্মীদের সামনে পেশ করেন, যার ফলে বিরুদ্ধ পক্ষের পুরো অবস্থানটাই বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়ে যায়, তবে তাকে কমিউনিস্ট নৈতিকতাসম্মত আচরণ বলা চলে কি? উপরোক্ত সকল প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে — কখনোই না। অথচ বর্তমানে মতাদর্শগত সংগ্রামে নিয়োজিত কিছু কিছু কমিউনিস্ট নেতা এ ধরনের কাজই করে চলেছেন, যা কোনমতেই করা চলে না।

একথা মনে রাখা দরকার যে, নেতাদের, সাধারণ সদস্যদের, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের আদর্শগত চেতনার মানকে ক্রমাগত উন্নত করা প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাতে জীবনে ও সমাজ পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে যেসব জটিল সমস্যার মুখোমুখি তাদের হতে হয়, সেগুলিকে সঠিকভাবে তারা মোকাবিলা করতে পারে। সাধারণ সদস্যদের চেতনার স্তরকে নেতাদের মত উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের এমনভাবে শিক্ষিত করতে হবে যাতে তারা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার উপযুক্ত হয়ে তৈরি হয়। জনগণের আদর্শগত চেতনার মানকে এমন উন্নত করতে হবে যাতে তারা পুরানো পুঁজিবাদী সমাজ থেকে আহরিত বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও বুর্জোয়া অভ্যাসের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় এবং বিপ্লবী শিক্ষায় পোড়খাওয়া চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ কখনই সমাপন করা যাবে না যদি পার্টির কর্মী, শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণকে আদর্শগত সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা থেকে, আদর্শগত শিক্ষার অনুশীলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।

এছাড়া অন্য একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। ইচ্ছা ও কর্মের মধ্যে ঐক্যসাধন করা প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব, যার জন্য প্রয়োজন পার্টির মধ্যে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নেতাদের প্রতি সাধারণ কর্মীদের, উচ্চতর বডির প্রতি নিম্নতর বডির এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি সংখ্যালঘিষ্ঠের আনুগত্য চাই। এই লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলার ভিত্তি বিচারবিবেচনাহীন আনুগত্য যেমন নয়, তেমনই সদস্যদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা আনুগত্যও নয়। পক্ষান্তরে, নেতাদের প্রতি কর্মীদের সক্রিয়, সচেতন ও স্বেচ্ছামূলক আনুগত্যের উপরই এই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত। নেতৃত্বের প্রতি কর্মীদের আনুগত্য যত বেশি সচেতন ও স্বেচ্ছামূলক হবে, দলের মধ্যে ঐক্য ততই বেশি 'মনোলিথিক' হয়ে উঠবে এবং তার ফলে দলের মধ্যে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা কার্যকর করার বাস্তব জমিটাই আরও বেশি শক্ত হবে।

বস্তুতপক্ষে, দলের সাধারণ কর্মীদের বিপ্লবী চেতনা, তাদের আদর্শগত মানের ক্রমাগত উন্নয়ন ও তাদের

কমিউনিস্ট সুলভ ভূমিকা সচেতন ও সক্রিয়ভাবে পালন করাই হচ্ছে শেষ বিচারে, দলকে আদর্শগত ভুল ও বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করার যথার্থ গ্যারান্টি। সমগ্র দলের সদস্যদের আদর্শগত চেতনার বিকাশ ঘটাতে হলে নেতৃত্বের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হচ্ছে কর্মীদের মধ্যে এমন মানসিকতার জন্ম দেওয়া যাতে তাদের মধ্যে প্রতিটি ইস্যু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কষ্টিপাথরে বিচার করার মানসিকতা সঞ্চারিত হয়, তারা সকল প্রকার গোঁড়ামি, এমনকী পার্টি সম্পর্কে গোঁড়ামিকেও পরিহার করে চলে এবং কখনও ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব যদি তা সংশোধন না করে, তবে দরকার হলে সেই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াতে পারে।

এই বিপ্লবী মানসিকতায় সাধারণ কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার পরিবর্তে যদি মতাদর্শগত প্রশ্নে দলের কর্মীদের মধ্যে গোঁড়ামিকে উস্কে দেওয়া হয় এবং সেজন্য অপর কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত বক্তব্য কী, তা জানার ও সেই বক্তব্য সঠিক কি বেঠিক, তা বিচার করে দেখার সুযোগ কর্মীদের না দিয়ে যদি তাদের মতাদর্শগত প্রশ্নে দলের নেতৃত্বের সমর্থনে দাঁড়ানোটাই কর্তব্য বলে এই আহ্বান জানানো হয়, তবে তার দ্বারা নিকৃষ্ট ধরনের পার্টি মোহান্ধতার চর্চা করা হয় এবং কমিউনিস্ট শিক্ষার বিরোধী জঘন্য অপরাধমূলক আচরণ করতেই কর্মী, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে উৎসাহ দেওয়া হয়।

গভীর বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, বর্তমান মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট নেতাদের কেউ কেউ বিশেষতঃ সেভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা, তাদের দলের কর্মী, তাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে সঠিক বিপ্লবী চেতনা ও মানসিকতায় বলীয়ান করে তুলছেন না, যার দ্বারা তারা সকল রকমের অন্ধতা ও উগ্রতাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতে শেখে এবং মতপার্থক্য নিয়ে আদর্শগত সংগ্রাম চালাবার যোগ্য হয়ে ওঠে; বরং দেখা যাচ্ছে, এই নেতারা দলের কর্মী, দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের কাছে বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য ও মতামতকে আড়াল করার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মতামতকে মোকাবিলা করার উপায় হিসাবে তাদের মধ্যে দলীয় উগ্রতা ও এমনকি জাতীয়তার মানসিকতা উস্কে দেওয়ার হীন চেষ্টাতেও কসুর করছেন না। একথা বোঝা দরকার যে এসব কাজের দ্বারা বর্তমান নেতারা সাময়িকভাবে যতটা লাভবানই হোন, অন্ধতা ও দলীয় উগ্রতাকে এভাবে উস্কানি দেওয়া হলে তা অবধারিতভাবে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে একটি দুটি নয়, বহু সংখ্যক ফ্র্যাংকেনস্টাইন সৃষ্টি করবে যা শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদের অপরিমেয় ক্ষতির কারণ হবে। ইতিমধ্যেই, নেতাদের সাময়িক লাভের তুলনায় ক্ষতি হয়ে গেছে অনেক বেশি। বর্তমান যে সব নেতারা তাদের দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ও দেশের জনগণের মধ্যে পার্টি উগ্রতাকে খোলাখুলিভাবে এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোভাবে সূক্ষ্মভাবে উস্কানি দিয়ে সাম্যবাদী আদর্শের ক্ষতি করে গেলেন, তার প্রত্যক্ষ ফলাফল হয়তো এইসব নেতাদের জীবিত অবস্থায় দেখতে হবে না, কিন্তু এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক জনসাধারণের উপর ভবিষ্যতে দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকবে, জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবোধ, সংকীর্ণ জাতীয়তার মানসিকতা ও দলীয় অন্ধ উগ্রতার উর্ধ্বে উঠে বিশ্ব সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার যে দায়িত্ব বিশ্বের প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের রয়েছে তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

সমগ্র বিশ্বে ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় কমিউনিজমের বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য কমিউনিস্টদের আদর্শগত চেতনার মান উন্নত করতে হবে এবং পার্টিগত মোহান্ধতা (party fanaticism) সম্পূর্ণ রূপে দূর করতে হবে। তাই বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের এইসব নেতারা বার বার প্রতিপক্ষের আদর্শগত অবস্থানকে মোকাবিলা করার উপায় হিসাবে নিজ নিজ দেশের জনগণের মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তার মনোভাব জাগিয়ে তোলার ও দলের কর্মীদের মধ্যে পার্টিগত উগ্রতাকে উস্কে দেওয়ার যে পথ নিয়েছেন, তা থেকে তাদের বিরত হতে হবে। উপরন্তু, বর্তমানে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সদ্যসদের মধ্যে স্বাধীনভাবে ও অবাধে আদর্শগত মত প্রচার করার সমস্ত রকম সুযোগ খুশি মনে দিতে হবে; শুধু একটাই শর্ত থাকবে যে, একটি কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে আদর্শগত সংগ্রামে যে কমিউনিস্ট আচরণবিধি ও শিষ্টাচার মেনে চলার কথা, এই ক্ষেত্রেও সেটা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

পঞ্চ মত,কমিউনিস্ট আচরণবিধি তো অতি অবশ্যই এমনকী বুর্জোয়া মানবতাবাদী নৈতিকতাও প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্দেশ করে যে, তিনি তাঁর ভুল, অন্য কেউ তা দেখিয়ে দেওয়ার পর, প্রকাশ্যে স্বীকার করার

মত বিনয় ও সাহস তিনি দেখাবেন ও নিজেকে সংশোধন করবেন এবং সঠিক পথে চলবেন। এই নৈতিক আচরণবিধি কমিউনিস্টদের আরও ভালভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে চলবার কথা। প্রকাশ্যে শুধু ভুল স্বীকার না করা, উপরন্তু আদর্শগত সংগ্রামে প্রতিপক্ষের যুক্তির সামনে দাঁড়াতে না পেরে শুরুতে প্রদত্ত নিজের বক্তব্য ক্রমাগত পাল্টাতে থাকার মধ্য দিয়ে অহমিকাবোধ এবং নম্রতার অভাবই ব্যক্ত হয়। এই অহমবোধ ও বিনয়ের অভাব বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত মতপার্থক্যগুলির সঠিক সমাধানের পথে প্রবল বাধা। কিন্তু দুঃখের কথা হল, বর্তমানের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতাদের কারও কারও আচরণের মধ্যে চরিত্রের এই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দেখা যাচ্ছে; এঁরা খোলাখুলি ভুল স্বীকার না করে নিজেদের প্রথম বক্তব্য ও যুক্তিধারা থেকে ক্রমাগত সরে যাচ্ছেন; শুধু তাই নয়, উল্টে দাবী করছেন যে তাঁরা নাকি প্রথম থেকেই সঠিক কথা বলে আসছেন। এই কমরেডরা এ কথাটা ভুলে যাচ্ছেন যে কেউ ভুল করে তা প্রকাশ্যে স্বীকার করলে কিংবা কিছু কিছু বিষয়ে অপর কমরেডদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলে, তার দ্বারা তিনি ছোট হন না, বরং তা কমিউনিস্ট চরিত্রের নিরন্তর উন্নতি ঘটাতেই সাহায্য করে। যাঁরা স্ফীত অহমবোধ ও বিনয়ের অভাব থেকে ভোগেন, তাঁরা অতি সহজেই ব্যক্তিপূজাবাদেরও শিকার হন। সুতরাং বর্তমান মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত নেতাদের আচার আচরণে এই অহমবোধের প্রবণতা ও বিনয়ের অভাব যত দ্রুত দূর হবে, ততই বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা বাড়বে, এবং তাদের মধ্যকার মতবাদিক পার্থক্যগুলি সঠিকভাবে সমাধানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করে দেখিয়েছি যে যতদিন না কোন একটি পার্টি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেচ্ছে যে অপর কোন একটা বিশেষ পার্টি বা কোনও ক্ষেত্রে একাধিক পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি নেই এবং তাদের সাথে মতাদর্শগত সমঝোতা সম্ভব নয়, ততদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যকার আদর্শগত পার্থক্যগুলি নিরসন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আদর্শগত সংগ্রামগুলির শ্রমিকশ্রেণীর ও বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের ঐক্যে আঘাত করা উচিৎ নয়, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতি দুর্বল করা উচিৎ নয়, এবং সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াবার সংগ্রামকে বিঘ্নিত করা উচিত নয়। বর্তমানে আদর্শগত সংগ্রামে লিপ্ত পার্টিগুলি এখনও পর্যন্ত একে অপরকে রেনিগেড ও শত্রুর এজেন্ট বলে মনে করার মত জায়গায় যায়নি; এমন সিদ্ধান্তও তারা করেনি যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত সমঝোতায় পৌঁছানো আর সম্ভব নয়। তারা এখনও মনে করে যে তাদের প্রতিপক্ষরা, কোথাও সংস্কারবাদ বা কোথাও গোঁড়ামির থেকে গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতির শিকার হলেও, তারা কমিউনিস্টই আছে। তারা এখনও আশা করে এবং এই ক্ষেত্রে ঠিকই আশা করে যে, তাদের মতপার্থক্যগুলি সমাধানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে আদর্শগত সমঝোতার সম্ভাবনা এবং বিশ্বসাম্যবাদী শিবিরের ঐক্যকে আদর্শগতভাবে, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে এবং বাস্তব কর্মক্ষেত্রে শক্তিশালী করার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান।

এটাই যখন বিতর্কে লিপ্ত পার্টিগুলির কাছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী তখন বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের বর্তমান নেতারা যতদিন আদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ, রূঢ় ব্যবহার ও এমনকী কটু কথাতেও ব্যক্তিগতভাবে বিচলিত না হওয়ার মত কমিউনিস্ট শিক্ষার মান ও একে অপরকে বোঝার মানসিকতা আয়ত্ব করতে না পারছেন, ততদিন যুক্তিসঙ্গত হল যে বর্তমান আদর্শগত সংগ্রামটি এমনভাবে পরিচালনা করা — যাতে বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য বিকৃত করা বা তার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া কিংবা রূঢ় আচরণ ও কটুকথা — এ ধরনের কাজ অন্ততপক্ষে এড়িয়ে চলা যায়। নেতাদের কাছ থেকে কমিউনিস্ট চরিত্রের এই মানটি আশা করতে হলে সাধারণ সদস্যেরও বিপ্লবী চেতনার একটি আপেক্ষিক অর্থে উচ্চমান থাকা দরকার যাতে তারাও প্রতিটি প্রশ্নকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কষ্টিপাথরে বিচার করতে পারে এবং বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে চিন্তার সঠিক লাইনটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, অপরাপর দলের সদস্যদের সাথে তারাও একযোগে, প্রয়োজনে নিজ নিজ দলের নেতাদেরও বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

একথাও ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে মতবাদিক ও নীতিগত ঐক্যে পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘ সময় দরকার। এ ব্যাপারে তড়িঘড়ি কোন পদক্ষেপ বিষয়গুলিকে কেবল জটিলই করবে। সুতরাং আদর্শগত মতপার্থক্যের প্রশ্নগুলিকে বর্তমানে খোলা রাখা হোক, ইতিপূর্বে উল্লিখিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে যথাযথ আচরণ মেনে আদর্শগত সংগ্রামটি পরিচালনা করা হোক। কিন্তু এই আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার সময় বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের মধ্যে যে তিক্ততা দেখা দিয়েছে, তা অবিলম্বে দূর

করে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই লক্ষে কাজ করাটাই এখন প্রতিটি কমিউনিস্টের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে যত মতপার্থক্যের ব্যাপকতা যাই হোক না কেন, এবং সেগুলির নিষ্পত্তির জন্য জোরালো প্রচেষ্টা যাই থাকুক না কেন এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করছি।

১। কোনও কমিউনিস্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই, অপরের অসুবিধার তুলনায় নিজের সুবিধাজনক অবস্থার সুযোগ নিয়ে অপর কমিউনিস্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

২। বর্তমানে যেসব ইস্যুতে মতবাদিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে, শুধুমাত্র সেগুলি সম্পর্কে ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সদস্যদের মধ্যে খোলামেলা মতবাদিক সংগ্রাম চালাবার অধিকার প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির থাকবে।

৩। কোন কমিউনিস্ট পার্টি এমন কোনও কাজ কখনই করবে না যা শ্রমিক শ্রেণীর ও বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারে।

৪। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্কে বিঘ্ন ঘটায় এমন কোন পদক্ষেপ কোন কমিউনিস্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নেবে না। যেখানে এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে অবিলম্বে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫। কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই অপর কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অসুবিধায় ফেলতে প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করবে না, অথবা বাণিজ্য সম্পর্কের বদল ঘটাবে না। যেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক ও আর্থিক সহযোগিতা ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অবিলম্বে সেখানে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হবে এবং প্রতিশ্রুত আর্থিক সাহায্য চালু করতে হবে।

৬। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতিকে দুর্বল করার মতো কোনও কাজ কোনও কমিউনিস্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র করবে না। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে যুক্ত প্রতিটি বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়াতে হবে।

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতাদের প্রতি আমাদের আবেদন যে, বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃরুদ্ধারের জন্য তারা যেন আন্তরিকভাবে সর্বশক্তি দিয়ে প্রয়াসী হন। বিশ্বের অসংখ্য শ্রমিক, চাষী ও অন্যান্য শোষিত জনগণ তাদের নিজেদের রক্ত দিয়ে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার ও সমাজতন্ত্রের শক্তিশালী আধারটি গড়ে তুলেছে, নেতারা যেন কিছু তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নিয়ে তাকে দুর্বল না করেন এবং বিপ্লবী সংগ্রামগুলির অগ্রগতিকে বহু দশক পিছিয়ে না দেন।

সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ দীর্ঘজীবী হোক!
শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক!

প্রথম প্রকাশ ঃ
সোস্যালিস্ট ইউনিটি
১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩